দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...25 JUN 1994
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

73

প্রসঙ্গঃ 'পরীক্ষায় পাসের হার'

২৭শে মে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত "পরীক্ষায় পাসের হার" শীর্ষক চিঠিটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। উক্ত চিঠিতে উদ্ধৃত স্থূল, অযৌক্তিক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন মতামত আমাকে বিস্মিত করিয়াছে। পত্রলেখকের অভিযোগ, দেশে শিক্ষিতের হার মাত্র ২৪ শতাংশ হইলেও সরকার এস, এস, সি পরীক্ষায় পাসের হার ৫০ শতাংশে স্থির রাখিয়া শিক্ষিতের হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতেছেন। তাঁহার প্রস্তাব প্রয়োজনীয় গ্রেস নম্বর দিয়া হইলেও এই বৎসরের এস, এস, সি পরীক্ষায় পাসের হার ৮৫ শতাংশে উন্নীত করা হউক।

প্রথমেই আমি পত্রলেখকের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, মোটামুটি বইপত্র পড়িতে এবং চিঠিপত্র লিখিতে সক্ষম লোকদেরকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াই বাংলাদেশের শিক্ষিতের হার নির্ধারণ করা হইয়া থাকে। এস,এস,সি পরীক্ষার পাস-ফেলের সহিত উহা সম্পর্কযুক্ত নহে। আর যে কোন পরীক্ষা গ্রহণের মূল উদ্দেশ্যই হইল একটি নির্দিষ্ট সময় কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীর উপর পড়াশোনা করিয়া একজন ছাত্র কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে কিনা তাহা যাচাই করা। পাসের ন্যূনতম যোগ্যতা যে ছাত্রের আছে সে পরীক্ষায় অবশ্যই পাস করিবে। অযোগ্য ছাত্র পাস করিতে সক্ষম হইবে না ইহাই স্বাভাবিক। তবে সে পুনরায় পড়াশোনা করিয়া নিজকে পরীক্ষা পাসের যোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিয়া যদি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তবে অবশ্যই সে পাস করিবে। কিন্তু অযোগ্য পরীক্ষার্থীকে সাধারণ গ্রেস নম্বর দিয়া পাস করানোর কি যুক্তি রহিয়াছে, তাহা বোধগম্য নহে। এই বৎসর অসহনীয় গরমের মধ্যে এস এস সি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইয়াছে বিধায় পরীক্ষার্থীদের পাসের বিষয়টি সহজ করার জন্যও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন সংশ্লিষ্ট পত্রলেখক। তাঁহার এই অনুরোধটিও শুধু অযৌক্তিকই নহে, হাস্যকরও বটে। সবশেষে পত্রলেখকের উদ্দেশে নিবেদন, পত্রিকায় প্রকাশের জন্য মতামত প্রকাশের পূর্বে অবশ্যই ভাবা উচিত প্রদত্ত মতামত কতটা যৌক্তিক, বাস্তব ও গঠনমূলক।

—তারেক চৌধুরী সোহাগ,
৪০৬, সালাম বরকত হল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাভার, ঢাকা।